ইউনিট ৭: উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বে মুখোমুখী বা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সবার জন্য শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রভৃতির ধারণা থেকে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার প্রচলন করা হয়েছে। শিক্ষাকে কেবলমাত্র কিছু লোকের জীবন ধারনের সাময়িক প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনায় না রেখে দেশের সমস্ত জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকীর্ণ ও দৃঢ় কাঠামোর বিপরীতে সকল মানুষের জন্য শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনে উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠ্যসমূহ–

পাঠ ৭.১: উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার ধারণা

পাঠ ৭.২: দূর শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

পাঠ ৭.৩: বাংলাদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাঠ ৭.৪: বাংলাদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ ৭.৫: বাউবি স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম

পাঠ ৭.১: উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার ধারণা
Concept of Open and Distance Learning (ODL)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন।

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা

উন্মুক্ত শিক্ষা মূলত একটি দর্শন, যার ভিত্তি হলো সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা। কারণ শিক্ষা লাভ প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। এই অধিকারকে স্বীকৃতি ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যারা কোনভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত অথবা নানা কারণে প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না বা পারেনি, তাদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়াসে তথা সামাজিক দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে উন্মুক্ত শিক্ষার প্রবর্তন।

উন্মুক্ত শিক্ষা (Open Education) ও দূরশিক্ষা (Distance Education) শব্দ দুটি শিক্ষা জগতে অপেক্ষিকভাবে নতুন। এই শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। উন্মুক্ত শিক্ষা বলতে বোঝায় একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বা একটি শিক্ষামূলক নীতি। এটি শিক্ষার গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে যে কোন শিক্ষার্থীর জন্য নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন, যা উন্মুক্ত শিক্ষা হিসেবে পরিচিত। সেই অর্থে দূরশিক্ষা হচ্ছে একটি পদ্ধতি। কাজেই উন্মুক্ত শিখন ও দূরশিক্ষণ শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন হবে না। যদিও উন্মুক্ত শিখন ও দূর শিক্ষণের মধ্যে নানা ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে। জি. রাম রেড্ডির (G. Ram Reddy) মতে "উন্মুক্ত শিখন বলতে কিছুটা অস্পষ্টতা বোঝায়। যে সমস্ত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা উন্মুক্ত শিখন প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য খুঁজলে উন্মুক্ততা বলতে যা বোঝায় তার প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। কাজেই উন্মুক্ত শিখন দূর শিক্ষণ বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোনটিরই সমার্থক নয়"। কারণ উন্মুক্ত শিখনের বৈশিষ্ট্য হবে উন্মুক্ততা। যেমন উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার, উন্মুক্ত পাঠ্যক্রম, উন্মুক্ত পঠন সময়সীমা, যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বাচন, এক বা একাধিক এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা। উপযুক্ত বিষয়সমূহ পরিকল্পনায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আকার বা গঠনে একই প্রকারের হয় না সেই কারণে একটি অন্যটির থেকে অধিকতর উন্মুক্ত। আর.এইচ.পল (R. H. Paul)-এর মতে উন্মুক্ত শিখনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) এরূপ একটি প্রত্যয়ের প্রতি অঙ্গীকার যে, সুযোগ এবং সহায়তা প্রদান করা সাপেক্ষে অধিকাংশ বয়স্ক শিক্ষার্থীরা বয়স, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক অবস্থান, চাকুরীগত পদমর্যাদা এবং শিক্ষাগত পূর্ব অভিজ্ঞতা ভেদে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম।

(খ) সুবিন্যস্ত সংগঠন প্রক্রিয়া এবং তৎসহ সেবা প্রদানের আনুষঙ্গিক অঙ্গীকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রবেশাধিকার ও ভার বহন করার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ঐ সব শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে।

কাজেই–

- উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মত বয়সের বিধিনিষেধ নেই।
- উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজ বাসস্থানে বা কর্মস্থলে অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন অর্থাৎ তাকে নিয়মিত বা আবশ্যক হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হয় না।
- শিক্ষার্থীকে কোন একটি শিক্ষা প্রোগ্রামের সকল কোর্স একবারে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।
- একবার একটি কোর্স-এর পরীক্ষায় পাশ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত এই পাশ বহাল থাকে। প্রচলিত পদ্ধতির ন্যায় একটি কোর্সে ফেল করলে পরের বারে আবার সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় না।

উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরিউল্লিখিত সীমাবদ্ধতার কারণে দূর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

- শিক্ষা উপকরণগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে সেগুলো শিক্ষার্থীর স্ব-শিখনের উপযোগী হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থী নিজে নিজেই নির্দিষ্ট পাঠ বুঝে তা আয়ত্ত্ব করতে পারেন। ফলে দূর দূরান্তে বা দেশের যে কোন স্থানে বসে এবং পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন পেশায় নিয়োজিত থেকেও শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপন করতে পারেন।
- শিক্ষার্থী নিজের সুবিধা ও প্রয়োজন মত নিজের লেখাপড়ার স্থান ও লেখাপড়ার সময় নির্ধারণ করতে পারেন।
- শিক্ষার্থী স্বয়ং নিজের লেখাপড়ার অগ্রগতি পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে পারেন।
- যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত পর্যায়ের লেখাপড়ার সুযোগ উন্মুক্ত থাকে।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী আসন সংখ্যা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যার মত সবক্ষেত্রে সীমিত রাখার প্রয়োজন হয় না।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের বক্তব্য শুনে উপকৃত হতে পারেন।
- উন্মুক্ত শিখন ব্যবস্থা প্রযুক্তি নির্ভর। বিংশ শতাব্দীতে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে শিক্ষার্থীরা দূর শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ নিজস্ব বাসগৃহে থাকলে প্রয়োজনে অডিও-ভিডিও প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অনুষদের শিক্ষকবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন।
- দূর শিক্ষা "সবার জন্য শিক্ষা" নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

উন্মুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি

উন্মুক্ত শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের জন্য ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচ্য বিষয় নয়, অবস্থানগত কারণে যে সকল শিক্ষার্থী প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষা সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে।

উন্মুক্ত শিখন ব্যবস্থায় শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় নিম্নরূপে–

- শিক্ষার্থীকে শিক্ষক সরাসরি পাঠদান করেন না।
- শেখার কাজটি শিক্ষার্থী নিজে নিজে করেন। যাকে বলে ংবষভ ষবধৎহরহম।

- বিশেষ পিদ্ধতিতে তথা মডিউলার পদ্ধতিতে যা স্বশিখনে সহায়তা করে এমনসব পন্থা অবলম্বন করে লেখা মুদ্রিত পাঠসামগ্রী শিক্ষকের কাজ করে।
- অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা সামগ্রী যেমন শিক্ষার্থী নির্দেশিকা, অডিও-ভিডিও ক্যাসেটসহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন উপাদান যেমন- টেলিফোন টিউটোরিং, অডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি শিখন কাজে সহায়তা করে।
- উপরে উল্লিখিত শিক্ষা সামগ্রী এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে একজন শিক্ষার্থী নিজে নিজে একাকী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- একজন শিক্ষার্থী পাঠের সময় ও স্থান তার সুবিধা মতো ঠিক করতে পারেন এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতেও পারেন।
- এছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্টাডি সেন্টারসমূহে টিউটরগণ টিউটোরিয়েল ক্লাসে সমস্যাভিত্তিক আলোচনা ও নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থীগণ নিজের চাহিদা অনুসারে টিউটরদের সাহায্য গ্রহণ করে তাদের শিখন কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে সুযোগ পান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনটি বিবেচ্য বিষয় নয়?
   ক. সবার জন্য শিক্ষা
   খ. জীবন যাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ
   গ. জীবনব্যাপী শিক্ষা
   ঘ. অব্যাহত শিক্ষা

২. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্লাসরুমের বিকল্প ব্যবস্থা কোনটি?
   ক. টিউটোরিয়েল ক্লাস
   খ. ঘরে বসে লেখাপড়া করা
   গ. নিজ কর্মস্থলে লেখাপড়া করা
   ঘ. অডিও-ভিডিও মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করা

৩. উন্মুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   ক. শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা সীমিত থাকে
   খ. শিক্ষা গ্রহণ প্রযুক্তি নির্ভর নয়
   গ. বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই
   ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর পাঠের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করে দেয়

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ কী?
২. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্মুক্ত শিক্ষা ও দূর শিক্ষা শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে- ব্যাখ্যা করুন।
২. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির বিবরণ দিন।

পাঠ ৭.২: দূর শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
Historical Development of Distance Education: Perspective Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ দূর শিক্ষার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান অডিও ভিজুয়্যাল সেল (Audio-Visual Cell) এবং অডিও ভিজুয়্যাল এডুকেশন সেন্টার (Audio-Visual Education Centre) কী তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে দূর শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশে স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রামের (School Broadcasting Programme) অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে দূর শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশে ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশন্যাল মিডিয়া এন্ড টেকনোলজির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে দূর শিক্ষার বিকাশে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসটেন্স এডুকেশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দেশের প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের চাপ তথা ভর্তি আসন সমস্যা সমাধানের ও দেশের চাহিদার প্রয়োজনে এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় দেশের ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে অডিও ভিজিয়্যাল সেল (১৯৫৬), অডিও ভিজুয়্যাল এডুকেশন সেন্টার (১৯৬২), স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম (১৯৮০), ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশন্যাল মিডিয়া এন্ড টেকলোলজি (১৯৮৩) সর্বশেষে বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (১৯৮৫) প্রভৃতি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার বিকাশে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

অডিও ভিজুয়্যাল (১৯৫৬) (Audio-Visual Cell) ও অডিও ভিজুয়্যাল এডুকেশন সেন্টার (Audio Visual Education Centre)

১৯৫৬ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালক কর্তৃক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুইশত রেডিও সেট বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে দূর শিক্ষণের গোড়াপত্তন ঘটে। রেডিওর মাধ্যমে শিক্ষাদান তথা এ কার্যক্রমকে সুরচারুরূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অডিও ভিজুয়্যাল সেল (১৯৫৬) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৭ সালে শিক্ষা সংস্কার কমিশন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত অথচ আগ্রহী মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে করেস্পন্ডেস স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। পরবর্তীতে অডিও ভিজুয়্যাল সেলকে অডিও ভিজুয়্যাল এডুকেশন সেন্টার (১৯৬২) রূপে রূপান্তরিত করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সাল থেকে রেডিও'র মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ভিত্তিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য 'স্কুল ব্রডকাস্টিং' শীর্ষক প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। ১৯৮৩ সালে ন্যাশন্যাল ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশন্যাল মিডিয়া এন্ড টেকনোলজির সাথে একীভূত হবার পূর্ব পর্যন্ত স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখে।

স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম (১৯৮০): মুক্তিযুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) একটি উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়। এতে পাঠ্য পুস্তক ও মুদ্রিত সামগ্রীর পাশাপাশি শিক্ষাদানের জন্য রেডিও ও টেলিভিশনকে উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে জাপান সরকার শিক্ষাক্রম ভিত্তিক কারিকুলাম অনুসরণপূর্বক মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের নিমিত্তে সাতশত মিলিয়ন ইয়েন অনুদান হিসাবে বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান করে। সে অনুসারে ১৯৭৯-৮০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম (School Broadcasting Programme) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য রেডিও শোনার যন্ত্রপাতি (Redio Listening equipment) সরবরাহ করবে। সে মোতাবেক ১৯৭৯ সালে ১১০০ (এগার শত) অডিও কন্টোল কনশোল (Audio Contral Console) প্রেরণ করেন। সব যন্ত্রপাতির সাথে রেডিও রিসিভার (Redio Recevier) এমপ্লিফায়ার (Amplifiers) ক্যাসেট, রেকোডার, পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম এসপিকার (Speaker) এবং জেনারেটরসহ ১০ (দশ) টি অডিও ভিজুয়্যাল মোবাইল ভ্যানও ছিল। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা বিষয়ক ফ্রিম প্রদর্শনের জন্য ক্রীনসহ ভিসিআর (VCR) প্রদান করা হয়।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে ড. কে. এম সিরাজুল ইসলামকে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১ জানুয়ারি ১৯৮১ স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রামের উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনিটিস্টিউট অব মিডিয়া এন্ড টেকনোলজির সাথে যুক্ত হবার আগ পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

স্কুল ব্রটকাস্টিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিলঃ

১. বাংলাদেশ বেতার থেকে শিক্ষাক্রম ভিত্তিক শিক্ষা অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন করা।
২. মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নয়ন করা।
৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্লাস রুমের শিক্ষা কার্যক্রমে সংপূরক হিসাবে সহযোগিতা করা।

প্রশাসনিক কাঠামো

স্কুল ব্রটকাস্টিং প্রোগ্রাম (এসবিপি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত। এসবিপি (SBP)-এর পাঁচটি বিভাগ ছিল।

১. টেকনিক্যাল বিভাগ (Technical Division);
২. উৎপাদন বিভাগ Production Division);
৩. প্রচার বিভাগ (Publication Division);
৪. মূল্যায়ন ও গবেষণা (Evoluation and Research);
৫. প্রশাসন বিভাগ (Administration Division)।

সর্বমোট ২১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হত। তৎমধ্যে প্রকল্প পরিচালক ১ জন, উপ-পরিচালক ১ জন, স্টুডিও ইনঞ্জিনিয়ার ১ জন, প্রোগ্রাম এসপেশালিষ্ট ৪ জন, মূল্যায়ন অফিসার ১ জন, প্রোগ্রাম অফিসার ৩ জন, পাবলিকেশন অফিসার ১ জন, টেকনিক্যাল সহকারী ৮ জন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১ জন।

এসবিপি (SBP) পরিচালনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বেতার পাঠদান কার্যক্রম প্রায় আড়াই বৎসর যাবত সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী রেডিও এর মাধ্যমে পাঠদানের জন্য অডিও প্রোগ্রাম প্রস্তুত ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অডিও কন্টোল কনশোল সেট (Audio Control Console Sets)-এর ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং রেডিও টেলিভিশনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাসহ শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারী ফ্রিম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ মিডিয়া এন্ড টেকনোলজি
National Institute of Educational Media and Technology (1983)

১৯৮০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মাসে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের এক সভায় একটি গণমাধ্যম (Mass Media) প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। এবি ইডিনটন (A. B. Edington) নামক একজন ব্রিটিশ দূর শিক্ষণ স্পেশালিষ্ট গণমাধ্যম ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। পরবর্তীকালে প্ল্যানিং কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বাংলাদেশ টীম U.K. Open University, BBC London, Unesco Head of Ualers Paris ভ্রমণ করেন। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত টীম একই উদ্দেশ্যে আরো একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ড. মারসেল এম হার্জ (Dr. Marcel M Herz) নামক একজন ইউনেস্কো পরামর্শক ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে দূর শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশে আসেন। তিনি দুর শিক্ষণের জন্য একটি আন্ত-মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯৮৩ সালে (এপ্রিল মাসে) অডিও ভিজ্যুয়াল এডুকেশন সেন্টার এবং স্কুল ব্রটকাস্টিং প্রোগ্রামকে যুক্ত করে ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশন্যাল মিডিয়া এবং টেকনোলজি (NIEMT) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাল্টিমিডিয়া সংস্থা হিসাবে আবিভূত হয়। নাইমট (NIEMT) সারা দেশে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ভিত্তিক সামগ্রী মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

নাইমট এর উদ্দেশ্য ছিল–

১. মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষা প্রোগ্রাম রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা।
২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অডিও কনট্রোল কনশোল বিতরণ, স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৩. মাধ্যমিক শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৪. মাধ্যমিক শিক্ষকদের রেডিও স্কীপ্ট প্রস্তুতি ও উপস্থাপনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৫. শিক্ষামূলক অডিও ক্যাসেট প্রস্তুত করা ও সারা দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরণ করা।
৬. স্বল্প মূল্যের শিক্ষা উপকরণ, ম্যাপ, চার্ট, শিক্ষক সহায়িকা প্রস্তুত ও বিতরণ করা।
৭. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ভিত্তি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

নাইমট (NIEMT) অডিও ভিজ্যুয়াল শিক্ষা উপকরণ তৈরি এবং ব্যবহারের জন্য শিক্ষক ব্রটকাস্টারদের প্রশিক্ষণ, গণমাধ্যম, উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা সম্পর্কেও সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন, দূর শিক্ষার মাধ্যমে বিএড কোর্স পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিএড কোর্স সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য ওয়ার্কসব পরিচালনা, শিক্ষামূলক ভিডিও প্রোগ্রাম প্রস্তুত, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষামূলক ভিডিও ও ফ্লিম প্রদর্শন, শিক্ষক সহায়িকা প্রস্তুতসহ ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি Draft Plan পেশ করে। নাইমট (NIEMT) প্রায় দুই বৎসর উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে ১৯৮৫ সালে এর নাম পরিবর্তন করে Bangladesh Institute of Distance Education-এ রূপান্তরিত করে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসটেন্স এডুকেশন (১৯৮৫)
Bangladesh Institute of Distance Education 1985

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৮ সালে School Broadcasting Pilot Project নামে কর্মসূচি এক নতুন পন্থায় বাংলাদেশের স্কুলসমূহের জন্য চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে স্কুল ব্রডকাস্টিং কার্যক্রম

National Institure of Educational Media and Technology নামে রূপান্তরিত হয়। এই সময়েই বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সরকারের নিকট উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ও বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতা ও তাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (বাইড) স্থাপিত হয়। বাইড সদ্য প্রচলিত দূরশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে। এই সমস্ত ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সমস্ত সেমিনারের আর্থিক, কারিগরী ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সহায়তা প্রদান করে Unesco Principal Regional office for Asia and the Pacific, Bangkok (PROAP) এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাইড রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দূর শিক্ষণে বিএড প্রোগ্রাম চালু করে এবং ১৯৯২ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত প্রোগ্রাম অব্যাহত ছিল।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পরবর্তীতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে বিএড প্রোগ্রাম দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু হয় এবং তখন থেকেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও অব্যাহত থাকে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কশিমনের প্রতিনিধি নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের উন্মুক্ত বিশ্বিবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৩৮ নম্বর আইনে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০ অক্টোবর ঢাকা থেকে ৪০ কি.মি. উত্তরে গাজীপুর ৩৫ একর জমিতে নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক ও ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয় এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অডিও ভিজুয়্যাল সেল কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৫০ সালে
খ. ১৯৫২ সালে
গ. ১৯৫৪ সালে
ঘ. ১৯৫৬ সালে

২. স্কুল ব্রটকাস্টিং প্রোগ্রাম কত সাল থেকে রেডিও মাধ্যমে প্রচার শুরু হয়?

ক. ১৯৫৬ সালে
খ. ১৯৬০ সালে
গ. ১৯৬৬ সালে
ঘ. ১৯৬৮ সালে

৩. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৭৫ সালে
খ. ১৯৯২ সালে
গ. ১৯৯৪ সালে
ঘ. ১৯৯৬ সালে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নাইমট (NIEMT)-এর কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশ দূর শিক্ষার বিকাশে বাইড (BIDE)-এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৭.৩: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Bangladesh Open University: Goals and Objectives

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা অনুষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রোগ্রামসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুসৃত শিক্ষাদানের কলাকৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণও শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত এবং শিক্ষার মূলধারা থেকে ঝরে পড়া বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে। স্বল্প খরচে, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, দেশজুড়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় তাই শিক্ষার ভূমিকা বিস্তৃত করছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেননা এর মাধ্যমে নতুন শতকের জন্য জাতিকে তৈরি করা ও জাতির অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোনো ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমুখীকরণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়া এবং সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা।

শিক্ষা অনুষদ ও প্রোগ্রাম

উল্লেখিত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি শিক্ষা অনুষদ বা স্কুলের মাধ্যমে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয়ে বিভিন্ন একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। নিম্নে অনুষদ ভিত্তিক একাডেমিক প্রোগ্রামসমূহের উল্লেখ করা হয়।

School of Education

- Master of Education (MEd)
- Bachelor of Education (BEd)
- Certificate in Education (CEd)
- Diploma in Education (Upcoming)
- MEd Online Program (Upcoming)

School of Social Sciences, Humanities and Languages

- Master of Social Science (MSS)/Political Science, Sociology
- Master of Arts (MA) (Upcoming- History, Philosophy, Islamic Studies, English, Bangla Literature, Economics)
- Bachelor of Arts (BA), 3 Years Program
- Bachelor of Social Science (BSS), 3 Year Program
- Bachelor of Arts (BA), 4 Years Honours Program and Bachelor of Social Science (BSS), 4 Year Honours Program (Bangla Language and Literature, (History, Philosophy, Islamic Studies, Political Science, Sociology)
- Bachelor of Law (LLB), 4 Year Honours Program
- Bachelor of Law (LLB) 2 Year Program (Professional)
- Certificate in English Language Proficiency (CELP)
- Certificate in Arabic Language Proficiency (CALP)

Open School

- Bachelor of Business Studies (BBS) 3 Year Program
- Master of Development Studies (Upcoming)
- Master of Business Studies (Upcoming)
- Higher Secondary Certificate (HSC)
- Secondary School Certificate (SSC)

School of Agriculture and Rural Development

- Bachelor of Agricultural Education (BAgEd)
- Bachelor of Science in Agriculture (BScAg) (Upcoming)
- Master of Science (MS) in Agriculture Science (Upcoming)
- Master in Sustainable Agriculture and Rural Livelihood (Upcoming)

School of Business

- Master of Business Administration (MBA)
- Commonwealth Executive Master of Business Administration (CEMBA)
- Commonwealth Executive Master of Public Administration (CEMPA)
- Master of Business Administration (Evening)- EMBA
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- Post-Graduate Diploma in Human Resource Management (Upcoming)

School of Science and Technology

- BSc. in Computer Science and Engineering
- BSc. in Nursing
- Diploma in Computer Science and Application
- MSc. in Environment and Sustainable Development (Upcoming)
- Diploma in Primary Health Care (Upcoming)
- Diploma in Ultrasound (Upcoming)

এছাড়াও রয়েছে ১৯টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম। এসব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম বিভিন্ন শিক্ষা অনুষদ বা স্কুলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

শিক্ষাদানের কলাকৌশল

শুধুমাত্র প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আপামর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটিয়েই কেবলমাত্র উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব।

- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মতই তথ্য ও প্রযুক্তি-নির্ভর সকল আধুনিক কলা-কৌশল ব্যবহার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে কোরিয়ান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ই-লার্নিং সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- মুদ্রিত পাঠ সামগ্রি মড্যুলার ফর্মে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করাসহ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ই-বুক আপলোড করার পাশাপাশি মোবাইল-সেটে মাইক্রো এসডি কার্ডে ও ইউটিউবে ভিডিও/অডিও লেকচার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ দেয়া হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া বিভাগ ওয়েব টিভি ও ওয়েব রেডিও-এর মাধ্যমে একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।
- ইনফরমেশণ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও ইন্টারএকটিভ ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।
- এসএমএস-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও মোবাইলের মাধ্যমে টিউটোরিং ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার সাথে শিক্ষা যোগাযোগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে নানাবিধ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, উচ্চ শিক্ষাসহ কারিগরী শিক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে সংযুক্ত হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কমনওয়েলথ অব লার্নিং, সার্ক কসসোর্টিয়াম অব ওপেন এন্ড ডিসটেন্স লার্নিং, এশিয়ান এসোসিয়েশন অব ওপেন ইউনিভার্সিটিজ, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন, ইন্টারন্যাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন এসোসিয়েশন, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওপেন এন্ড ডিসটেন্স এডুকেশন, ওপেন ইউনিভার্সিটি অব শ্রীলংকা, ওপেন ইউনিভার্সিটি ইউকে, ওপেন ইউনিভার্সিটি মালেশিয়া, ইউনান ওপেন ইউনিভার্সিটি, চায়না, ইন্দিয়া গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়ার মতো বিশ্বখ্যাত শিক্ষা, গবেষণা ও পেশা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়টি শিক্ষা অনুষদ রয়েছে?
   ক. ৩টি
   খ. ৪টি
   গ. ৫টি
   ঘ. ৬টি

২. বিএড প্রোগামটি কোন স্কুলের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. ওপেন স্কুল
   খ. স্কুল অব বিজনেস
   গ. স্কুল অব এডুকেশন
   ঘ. স্কুল অব সার্ড

৩. বিবিএস প্রোগ্রামটি কোন স্কুলের প্রোগ্রাম?
   ক. ওপেন স্কুল
   খ. এসএসএইচএল
   গ. স্কুল অব বিজনেস
   ঘ. স্কুল অব এডুকেশন

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ, ৩. ক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের কলাকৌশল বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.৪: বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
Bangladesh Open University: Administration and Management

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ উন্মক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব গভর্নরস ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করতে পাররেন।
- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। বোর্ড অব গর্ভনরস (BOG) হলো সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা (Body)। অন্য দুটি প্রধান স্টুটুরি (Staitutory) সংস্থা হলো একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইন্যান্স কমিটি; এই সংস্থা দুটি যথাক্রমে একাডেমিক ও অর্থ বিষয়ক বিষয়াবলি দেখভাল করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হলেন উপাচার্য (Vice Chancellor) এবং উপাচার্যের সুপারিশে উপ-উপাচার্য (Pro-Vice-Chancellor) এবং কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) আচার্য (Chancellor) কর্তৃক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন অনুষদের ডীনগণ এবং রেজিস্ট্রার এবং বিভাগীয় পরিচালকগণ উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আর উপাচার্য হলেন বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান।

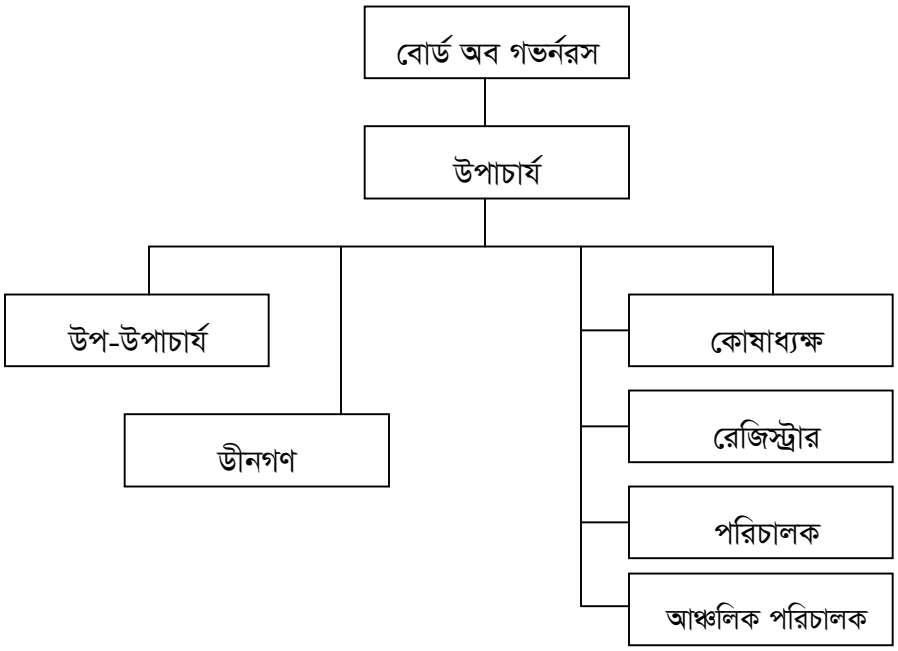

বোর্ড অব গভর্নরস ক্ষমতা ও দায়িত্ব

বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (১৯৯২) বিধান ও ভাইস চ্যান্সেলরের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ড ও সম্পত্তির উপর বোর্ডের সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও

তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকবে এবং এই আইন, সংবিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন এবং প্রবিধানের বিধানসমূহের যথাযথ পালন নিশ্চিত করবে:

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রয়োজনযোগ্য ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া বোর্ড বিশেষত:

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি অর্জন ও তহবিল সংগ্রহ করবে, উহা অধিকারে রাখবে এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে;
খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সীল মোহরের আকার নির্ধারণ এবং উহার হেফাজতের ব্যবস্থা ও ব্যবহার পদ্ধতি নিরূপণ করবে;
গ. এই আইন দ্বারা ভাইস চ্যান্সেলরের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে এবং এই আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করবে;
ঘ. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত সকল উইলের পূর্ণ বিবরণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চাহিদার পূর্ণ বিবরণ প্রতি বছর কমিশনের নিকট পেশ করবে;
ঙ. বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত যে কোন তহবিল পরিচালনা করবে;
চ. এই আইন সংবিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁহাদের দায়িত্ব ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করবে এবং তাঁহাদের শূন্য পদ পূরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
ছ. সংবিধি প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করবে;
জ. এই আইন ও সংবিধি বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন প্রণয়ন করবে;
ঝ. বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উইল দান এবং উহার অনুকূলে হস্তান্তরকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করবে;
ঞ. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান এবং উহার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থাও করবে;
ট. সংবিধি অনুসারে এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং অন্যান্য শিক্ষক ও গবেষকের পদ সৃষ্টি করবে;
ঠ. প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, করণিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে উহার ক্ষমতা কোন নির্ধারিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে;
ড. এই আইন বা সংবিধি দ্বারা উহার উপর অর্পিত ও আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে;
ঢ. এই আইন বা সংবিধি দ্বারা অন্যভাবে প্রদত্ত হয় নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

উপাচার্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১. ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক কর্মকর্তা হবেন এবং তিনি পদাধিকারবলে বোর্ড, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি, ওয়ার্কস কমিটি এবং ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান হবেন এবং তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থিত হওয়ার ও বক্তব্য রাখবার অধিকার থাকবে; তবে তিনি সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদস্য না হইলে তথায় তাঁহার ভোটাধিকার থাকবে না।
২. ভাইস চ্যান্সেলর বোর্ড, অর্থ কমিটি, ওয়ার্কস কমিটি, ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটি, ডিসিপ্লিনারী কমিটি এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করবেন এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
৩. কোন জরুরি পরিস্থিতিতে ভাইস চ্যান্সেলরের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করে এক সপ্তাহের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তের সহিত ভাইস চ্যান্সেলর ঐক্যমত পোষণ না করলে তিনি উক্ত

সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত রেখে তাঁহার মতামতসহ সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরবর্তী নিয়মিত সভায় পুর্ণবিবেচনার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ পাঠাতে পারবেন এবং যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ পুণর্বিবেচনার পর ভাইস চ্যান্সেলরের সহিত ঐক্যমত পোষণ না করে তাহা হইলে তিনি বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৫. এই আইন, সংবিধি ও রেগুলেশন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ভাইন চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অধস্থন কর্মচারীগণের বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বোর্ড এর সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন।

৬. ভাইন-চ্যান্সেলর সাধারণত: এবং অস্থায়ীভাবে অনধিক ছয় মাসের জন্য অধ্যাপক ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক ও অধস্থন কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন এবং এইরূপ নিয়োগের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন পদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হয়ে থাকলে সেই পদে উক্তরূপে নিয়োগ দান করা যাবে না।

৭. ভাইস চ্যান্সেলর তাঁহার বিবেচনার প্রয়োজন মনে করিলে তাঁহার যে কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন।

৮. সংবিধি বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা ও ভাইস চ্যান্সেলর প্রয়োগ করতে পারিবেন।

মূলত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম এগারটি (১১) বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক বিভাগ প্রশাসনিক সকল সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান হলেন রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য বিভাগগুলোর প্রধান হলেন পরিচালক। উপাচার্য ও সকল স্কুলকে সেবা প্রদানের দায়িত্ব বিভিন্ন বিভাগের।

বিভাগসমূহ

১. প্রশাসন বিভাগ (Administration Division)
২. স্টুডেন্ট সার্পোট সারভিস (Students Support Services Division)
৩. পরীক্ষা বিভাগ (Examination Division)
৪. লাইব্রেরী এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগ (Library and Documentation Division)
৫. প্রকাশন, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ (Planning and Development Division)
৬. কম্পিউটার বিভাগ (Computer Division)
৭. মিডিয়া বিভাগ (Media Division)
৮. ইনজিনিয়ারিং এন্ড এস্টেট বিভাগ (Engineering and Estate Division)
৯. তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগ (Information and Public Relations Division)
১০. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ (Planning & Development Division)
১১. অর্থ ও হিসাব বিভাগ (Finance and Accounts Division)

উল্লেখিত ১১টি বিভাগের মাধ্যমে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র (আঞ্চলিক ক্যাম্পাস) ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র (উপ-আঞ্চলিক ক্যাম্পাস) ১৩০০ শত স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে ৩২টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম সারা দেশে পরিচালিত হচ্ছে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ

১. ঢাকা ২. কুমিল্লা ৩. চট্টগ্রাম ৪. সিলেট ৫. ময়মনসিংহ ৬. ফরিদপুর
৭. বরিশাল ৮. যশোর ৯. খুলনা ১০. বগুড়া ১১. রাজশাহী ১২. রংপুর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন আইন দ্বারা বাউবি কার্যক্রম পরিচারিত হয়?
ক. বাউবি আইন ১৯৯০
খ. বাউবি আইন ১৯৯২
গ. বাউবি আইন ১৯৯৪
ঘ. বাউবি আইন ১৯৯৬

২. বাউবি সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রধান সংস্থা কোনটি?
ক. একাডেমিক কাউন্সিল
খ. অর্থ কমিটি
গ. বিওজি
ঘ. প্লানিং কমিটি

৩. বাউবি'র আঞ্চলিক কেন্দ্র কয়টি?
ক. ১২টি
খ. ১৩টি
গ. ১৪টি
ঘ. ১৫টি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগগুলোর প্রধান কে?
২. বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব গভর্নর এর দায়িত্ব বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.৫: বাউবি স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম Teacher Education Programs Offered by School of Education BOU

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্কুল অব এডুকেশন এর ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- স্কুল অব এডুকেশন এর বিএড সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত সিএড কোর্স সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত এমএড কোর্সের বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত এম.ফিল, পিএইচ.ডি প্রোগ্রাম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল স্কুল অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এক কালের বাইড (১৯৮৫-১৯৯১) পরিচালিত বিএড প্রোগ্রাম অভিযোজনের মাধ্যমেই বাউবি'র একাডেমিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৯২ সালে বাউবি প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে এ স্কুলটি পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে এর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে স্কুল অব এডুকেশন তিনটি শিক্ষা কার্যক্রম (সিএড, বিএড, এমএড) পরিচালনা করছে। শিক্ষায় স্নাতক সম্মান প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এমফিল, পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র (Discipline) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পিছনে স্কুল অব এডুকেশন এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে।

স্কুল অব এডুকেশনে দেশ-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী ও ডিগ্রিধারী সুদক্ষ শিক্ষক রয়েছে যাদের উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং সুচিন্তিত যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্কুল অব এডুকেশন বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিএড প্রোগ্রাম

বিএড একটি গ্রাজুয়েট ডিগ্রি যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষক হতে চান এমন ব্যক্তি, শিক্ষা প্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ কিংবা শিক্ষা অনুরাগী যে কেনো ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারেন। ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশনের এই বিএড প্রোগ্রামটি উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ মুখোমুখি শিক্ষার আওতায় বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠী বাস্তব ও সঙ্গত কারণেই আসতে পারে না। ফলে বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশন এই বিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে আগ্রহী জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও বিশেষায়িত শিক্ষার অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে যা জাতির সেবায় নিয়োজিত।

বাউবি'র বিএড প্রোগ্রামের মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর। তবে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থী এটি চালিয়ে যেতে পারবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তাকে এটি শেষ করতে হবে। তাতেও যদি কেউ ব্যর্থ হন তবে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করে পরবর্তী দুই বৎসরে সেটি সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে।

বাউবি'র বিএড প্রোগ্রামের কোড হচ্ছে EDBN এবং সিমেস্টারের সংখ্যা দুটি। প্রতি সিমেস্টারের মেয়াদ ছয় মাস এবং দুটি সিমেস্টারে মোট ক্রেডিট সংখ্যা ৬২। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক ৮টি ও স্কুল পাঠ্য বিষয় ৪টিসহ সর্বমোট ১২টি কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া ২টি স্কুল বিষয়ে মোট ৯০টি পাঠদান অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে অংশ নিতে হয়। ৬২ ক্রেডিটের মধ্যে বাধ্যতামূলক ৮টি কোর্সে ২৪ ক্রেডিট, স্কুল পাঠ্য বিষয়ের ৪টি কোর্সে ২০ ক্রেডিট এবং ২টি স্কুল বিষয়ের ৯০টি পাঠদান ১৮ ক্রেডিট। আবার প্রতি ৫টি পাঠদান সমান ১ ক্রেডিট। ২টি স্কুল পাঠ্য বিষয়ের ৪টি কোর্স বিভিন্ন বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশন উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষণের মাধ্যমে স্বশিখন পদ্ধতিতে পরিচালিত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই বিএড প্রোগ্রামটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানোত্তীর্ণ।

সিএড প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর স্কুল অব এডুকেশণ ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিএড) প্রোগ্রাম প্রবর্তন করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এক বছর ছয় মাস মেয়াদী এ প্রোগ্রামটি প্রবর্তিত হয়েছে। এতে করে কর্মরত অবস্থাতেই প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতায় আগ্রহী ব্যক্তিরাও এতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন যা দক্ষ শিক্ষক হিসেবেই কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রবেশের পথ সুগম করছে। তিনটি সিমেস্টারে বিভক্ত মোট ১২টি আবশ্যিক কোর্স বিশিষ্ট এ প্রোগ্রামটি তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের বিষয় বস্তুর সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে যা বিষয় গত জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণার্থীর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

এমএড প্রোগ্রাম

স্কুল অব এডুকেশন ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাস্টাস অব এডুকেশন (এমএড) প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। এটি একটি উচ্চতর পেশাগত ডিগ্রি। শিক্ষা ও শিক্ষণীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে স্কুল অব এডুকেশন প্রোগ্রামটি পরিচালনা করে আসছে। কারণ প্রথাবদ্ধ মুখোমুখি শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেকের পক্ষে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে সীমিত। এ দিক থেকে এমএড প্রোগ্রামটি তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার অবারিত করে দিয়েছে।

এমএড প্রোগ্রামটির ন্যূনতম মেয়াদ দেড় বছর। বর্তমানে 'শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা' ক্ষেত্রে এমএড প্রোগ্রামটি পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মোট ক্রেডিট মান ৩৪। সিমেস্টার সংখ্যা তিন। প্রতি সিমেস্টারের মেয়াদ ৬ মাস। কোর্স সংখ্যা ১৪টি। প্রথম সিমেস্টারে শিক্ষা বিষয়ক ৬টি ভিত্তিমূলক কোর্স অধ্যয়ন করতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিমেস্টারের প্রতিটিকে ৪টি করে মোট ৮টি কোর্স সম্পন্ন করতে হয়। এমএড প্রোগ্রামটি দেড় বছর মেয়াদী হলেও শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ৫ বছরের মধ্যে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করে এমএড ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন। ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ বিএড বা সমমানের পেশাগত ডিগ্রিপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি এমএড প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন।

স্বশিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিচালিত আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর এমএড প্রোগ্রামটি একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রোগ্রাম।

অন-লাইন এমএড

উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষণে কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে অন-লাইন কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বর্তমান ডিজিটাল বা তথ্য ও প্রযুক্তি যুগের অন্যতম চাহিদা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অন-লাইন কোর্সে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে। আর এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শীঘ্রই স্কুল অব এডুকেশন অন-লাইন-এ এমএড পরিচালনা করতে যাচ্ছে।

এম.ফিল, পিএইচ.ডি কোর্স

স্কুল অব এডুকেশন ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এম.ফিল, পিএইচ.ডি কোর্স চালু করেছে। শিক্ষা বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও এম.ফিল, পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ রয়েছে। স্কুল অব এডুকেশনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ এই কোর্স ২টি পরিচালনা করছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোন স্কুলের মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল?
   ক. ওপেন স্কুল
   খ. এসএসএইচএল
   গ. স্কুল অব এডুকেশন
   ঘ. স্কুল অব বিজনেস

২. স্কুল অব এডুকেশনের বিএড কোর্সটি ন্যূনতম কত বছর মেয়াদী?
   ক. এক বছর মেয়াদী
   খ. দেড় বছর মেয়াদী
   গ. দুই বছর মেয়াদী
   ঘ. আড়াই বছর মেয়াদী

৩. বিএড কোর্সে স্কুল বিষয়ে মোট কয়টি পাঠদান অনুশীলন করতে হয়?
   ক. ৫০টি
   খ. ৬০টি
   গ. ৮০টি
   ঘ. ৯০টি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. ঘ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাউবি স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত কোর্সসমূহ বর্ণনা করুন।